জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভার কার্যবিবরণী

গত ০৩-০৮-২০০৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভা কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বোর্ডের সভাপতি কৃষি সচিব জনাব কাজী আবুল কাশেম সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিতির তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে দেখান হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং বলেন যে গত ২৭-১০-২০০৫ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৫৯তম সভার কার্যবিবরণী বোর্ডের সকল সদস্যগণের নিকট ৩১-১০-২০০৫ তারিখে পাঠানো হয় এবং সভার কার্যবিবরণী বিষয়ে বোর্ডের সদস্যের নিকট থেকে আপত্তি বা মন্তব্য না পাওয়াই সভাটির কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা হলো। অতপর সভাপতি মহোদয় ৬০তম সভার কার্যপত্রানুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বোর্ডের সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেন।

আলোচ্যসূচি-১ ঃ বিগত ২৭-১০-২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা।

সদস্য-সচিব ও মহা-পরিচালক, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বিগত ২৭-১০-২০০৫ তারিখ অনুষ্ঠিত বীজ বোর্ডের ৫৯তম সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ বর্ণনা করেন।

আলোচ্যসূচীর ক্রমিক নং	বিষয় ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
২(৩)	**বিষয় ঃ** উদ্ভিদ জাত ও কৃষক সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর খসড়া অনুমোদন **সিদ্ধান্ত ঃ** প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান)	উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৫ এর বিষয়ে প্রণীত খসড়াটি প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য গত ২৪-১০-২০০৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। গত ২৬ শে জানুয়ারী/০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক উদ্ভিদ জাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত খসড়া আইনটি ১৯-০৩-২০০৬ তারিখ কৃষি সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিশেষজ্ঞের দ্বারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং সে অনুযায়ী পরবর্তীতে খসড়া আইনটির সর্বশেষ বাংলা ও ইংরেজি কপি সংশোধন করে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশের জন্য গত ২২-০৬-২০০৬ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পুনরায় প্রেরণ করা হয়।

৬	**বিষয় ঃ** বিএডিসির মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারদের জাতীয় বীজ বোর্ডে নিবন্ধনকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** বিএডিসি থেকে আবেদনপত্র পাওয়া সাপেক্ষে ভবিষ্যতে এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে । (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং বিএডিসি) ।	বিএডিসি থেকে প্রাপ্ত প্রায় ১৯১৩টি বীজ ডিলার আবেদনপত্রের বিপরীতে যাচাই বাছাইপূর্বক এ পর্যন্ত (২৫-০৭-০৬ তারিখ) ১৮৭২টি সার্টিফি-কেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪১টি সার্টিফিকেট ডিলার আবেদনের ভিত্তিতে পূর্বেই সরাসরি ইস্যু করা হয়েছিল ।
৭	**বিষয় ঃ** Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাধান্য প্রদান । সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে Seed Technology বিষয়ক Ph.D কোর্সের ছাত্রদের SID প্রকল্প হতে আর্থিক সহায়তার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। Seed Technology বিষয়ে Ph.D ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রদের ব্যাপারে কি ধরনের আর্থিক সহায়তা দরকার তার একটি পূর্ণাঙ্গ তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আগস্ট/০৬ মাসের মাধ্যে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়কে সরবরাহ করবে। পরবর্তীতে বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে এসআইডি প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ।	প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি), ময়মনসিংহে তিন মাস মেয়াদী Seed Technology কোর্স চালু করার জন্য ইতোমধ্যে ৭ লক্ষ টাকা ছাড়করা হয়েছে। ভবিষ্যতে অর্থ পাওয়া সাপেক্ষে বাকৃবিতে Seed Technology বিষয়ে MS ও Ph.D ডিগ্রী কোর্স চালুর বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে ।
৮	**বিষয় ঃ** সাময়িক (Seasonal) বীজ ব্যবসায়ীদের যত্রতত্র বীজ ব্যবসা নিরুৎসাহীত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের উপজেলা/জেলা পর্যায়ে বীজ ব্যবসা সংক্রান্ত কর বাবদ ৩০০/৫০০ টাকা ফিস জমা দিয়ে রিসিট সংগ্রহের বিধান **সিদ্ধান্ত ঃ** নিবন্ধিত বীজ ডিলারদের নিবন্ধনপত্র উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা বরাবরে ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা জমা করে জানুয়ারি/২০০৭ মাস হতে বছরে একবার নবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে । পরবর্তীতে বীজ উইং এবিষয়ে একটি পরিপত্র জারী করবে (দায়িত্ব ঃ ডিজি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিজি, ডিএই) ।	**আলোচনা ঃ** প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি জানান যে, মাঠ পর্যায়ের বীজ ডিলারগন এখনো তেমন সংগঠিত নয় বিধায় নিবন্ধনপত্র নবায়ন ফি আরো পরে ধার্য্য করার বিষয়ে মতামত দেন। ডিজি, ডিএই, নিবন্ধনপত্র নবায়ন প্রক্রিয়া উপজেলা কৃষি কর্মকর্তার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে সহজতর হবে বলে মত প্রকাশ করেন ।

১০	**বিষয় ঃ** হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) এবং অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত । **সিদ্ধান্ত ঃ** খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বীজ সংকট নিরসনের নিমিত্তে হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির উপর বিদ্যমান অগ্রিম আয়কর (AIT) রেয়াত দেয়ার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দিয়ে অনুরোধ করবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	এ বিষয়ে গত ২৩-০৮-২০০৫ তারিখ ৪০৫ নং স্মারকমূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে পত্র দেয়া হয়েছে । দ্বিতীয় সচিব (শুল্ক নীতি), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ১০-১১-০৫ তারিখের ৬৬৯ নং পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, এ বিষয়টি ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশনে উপস্থাপন করা হবে । পরবর্তীতে ০৯-০৫-২০০৬ তারিখে এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের নিকট একটি তাগিদপত্র দেয়া হয় । ইতিমধ্যেই অবকাঠামো উন্নয়ন সারচার্জ (IDSC) রেয়াত (৩.৫%) দেয়া হয়েছে বলে সভায় জানানো হয় ।
১১	**বিষয় ঃ** উন্নত বীজ ও চারা/কলম সহজলভ্য করার নিমিত্তে অংগজ বংশ বৃদ্ধিতে চারা, কলম ইত্যাদির (Propagules) মান রক্ষার্থে নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) প্রণয়ন এবং হাইব্রিড বীজ আমদানীতে ফসলের গুণাগুণ সংরক্ষণের ব্যবস্থাকরণ । **সিদ্ধান্ত ঃ** আগস্ট/২০০৬ মাসের মধ্যেই গঠিত কমিটি একটি নার্সারী নীতিমালা (Nursery Rules) খসড়া চূড়ান্ত করে কৃষি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে ।	
১২	**বিষয় ঃ** আলোচ্যসূচী-৫ ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কৃষক প্রতিনিধি ও প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি মনোনয়ন । **সিদ্ধান্ত ঃ** এই বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারী করা হবে (দায়িত্ব ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়) ।	ডিএই থেকে প্রাপ্ত ৬টি বিভাগ হতে ৬ জন কৃষক প্রতিনিধির মধ্য থেকে কৃষি মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই পূর্বক খুলনা বিভাগ হতে জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন, পিতা-মৃত কেরামত আলী, সিটি বীজ ভাণ্ডার, ঢাকা রোড, যশোর কৃষক প্রতিনিধি এবং জনাব এফ আর মালিক কে প্রাইভেট সীড ডিলারস এণ্ড মার্চেন্টস এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও জনাব মোঃ মাসুম, চেয়ারম্যান, সুপ্রীম সীড কোম্পানীকে, প্রাইভেট সীড গ্রোয়ার্সের প্রতিনিধি হিসেবে আগামী ৩ বছরের (২০০৬-২০০৮) জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের সদস্য করে মনোয়ন দেয়া হয়েছে ।

আলোচ্যসূচী-৩ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটির ৫২তম সভায় বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক প্রস্তাবিত আখের আই ৮-৯৫ ক্লোনটির মূল্যায়ণ ফলাফল পর্যালোচনাপূর্বক বিএসআরআই আখ-৩৭ হিসেবে ছাড়করণ।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রস্তাবিত আই ৮-৯৫ কৌলিক সারিটি ঈশ্বরদী-৩৭ নামে ঢাকা অঞ্চল এবং ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্যতীত দেশের অন্যান্য অঞ্চলে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী- ৪ ঃ মেস্তা পাট বীজ নিয়ন্ত্রিত/অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ

বেসরকারী সেক্টর হতে মেস্তা পাট বীজ অনিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই এর নিকট আমদানীর আবেদন করলে পরিচালক, উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং, ডিএই, সদস্য পরিচালক(শস্য), বিএআরসি এবং মহাপরিচালক, ডিএই এর সাথে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মেস্তা আঁশ জাতীয় ফসল বিধায় ইহা নিয়ন্ত্রিত ফসল এর আওতায় আসবে। তাই তোষা পাটের আমদানির পাশাপাশি মেস্তা বীজ আমদানির অনুমতি দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে না।

অন্যদিকে সীড ফেডারেশন অব বাংলাদেশের সভাপতি মেস্তা পাট ফসলকে অনিয়ন্ত্রিত ফসলের পক্ষে বলেন যে, (i) As per Seed Policy order 1990 out of the Fiber Crops (Cotton, Jute, Roselle, Sanhemp and Ramie) only Jute is declared as Notified Crop (2) Jute (*Corchorus olitorius L*) filling under Tilliace family is notified crop and on the contrary *Hibiscus cannabinus L*. Known as Roselle/Mesta falling under the family Malvaceae is a non-notified crop.

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক, বিজেআরআই জানান যে, মেস্তা বা কেনাফ আঁশ জাতীয় ফসল বিধায় উহা নিয়ন্ত্রিত ফসলেরই অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন এ বীজের চাহিদা থাকলে তাদের নিজস্ব উদ্ভাবিত জাতের বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা সম্ভব।

সিদ্ধান্ত ঃ মেস্তা পাটকে নিয়ন্ত্রিত ফসল হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ করা হলো। ভবিষ্যতে স্থানীয়ভাবে মেস্তা পাট বীজ উৎপাদন ও বিদেশ হতে এ বীজ আমদানীর জন্য বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই ও প্রাইভেট সীড সেক্টর আলোচনা করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি, বিজেআরআই, ডিএই ও প্রাইভেট সীড সেক্টর)।

আলোচ্যসূচী- ৫ ঃ বিএডিসির প্রতিটি কঃগ্রোঃ জোন, খামার ও অধিক বীজ উৎপাদন (অবীউ) জোন'কে ইউনিট ধরে প্রতিটি ইউনিটের জন্য এসসিএ এর বীজ প্রত্যয়ন ফি বাবদ ১০০/- টাকা বহাল রেখে প্রত্যয়ন প্রদান।

বীজ অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর সেকশন ৯ এর ১, ২ ও ৩ অনুচ্ছেদ এবং বীজ বিধি ১৯৯৮ এর সেকশন ৯ এর এ বি সি ও ডি অনুঃ এবং সেকশন ১১ অনুযায়ী বীজের শ্রেণী ভিত্তিক প্রতিটি আবেদনের জন্য ১০০/- ফি জমা প্রদানের বিধান রয়েছে। সে হিসেবে এসসিএ এর বহিরাংগন কর্মকর্তাগণ বিএডিসির নিকট স্কীমপ্রতি ১০০/- টাকা হারে ফি প্রদান করার জন্য বিএডিসির নিকট দাবী করে। বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসির প্রতিটি কঃগ্রোঃ জোন, খামার ও অবীউ কে ইউনিট ধরে প্রতিটি ইউনিটের জন্য ১০০/- টাকা ফি প্রদানের জন্য বিষয়টি এনএসবি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন।

অপরদিকে এসসিএ-এর পরিচালক পত্র দ্বারা বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ (সংশোধিত) আইন ১৯৯৭, ২০০৫ এ ৯(১ ও ২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বীজ বিধি ১০ এ ফরম iii ও বীজ বিধি-১১ অনুসরণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্তে বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান করা হচ্ছে না। ফলে সরকার রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিএডিসি ব্যতীত অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NARS), এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টর সমূহ যথারীতি ফসল, জাত, শ্রেণী ও ইউনিট ভিত্তিক ফি প্রদান করে আসছে। বীজ আইন ও বীজ বিধি সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্তে অন্যান্য সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ বিএডিসি কর্তৃক প্রত্যয়ন ফি প্রদান করা দরকার।

আলোচনা ঃ মহাপরিচালক, বীজ উইং, সভাকে অবহিত করেন যে, আইনটি অতি স্পষ্ট। এখানে বিভ্রান্তির কোন অবকাশ নেই। প্রতিটি আবেদনের সাথেই ১০০/- ফিস জমা দিতে হবে এবং বীজ বিধি-১০ এ ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে একাধিক মৌজার উল্লেখ থাকতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ বিধি-১০ এ ফরম III অনুযায়ী প্রতিটি আবেদনে বিএডিসি একই এলাকায় এক বা একাধিক মৌজার ফসলভিত্তিক ভিত্তি ও প্রত্যায়িত শ্রেণীর বীজের জন্য ১০০/- টাকা হারে প্রত্যয়ন ফি প্রদান করবে। (দায়িত্ব ঃ বিএডিসি ও এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৬ ঃ অধিক পরিমাণ ভিত্তি বীজ উৎপাদনের স্বার্থে ব্রি কর্তৃক মৌল বীজের বর্ধিত মূল্য প্রতি কেজি ১০০/- টাকা থেকে কমিয়ে সর্বোচ্চ ৪০ টাকায় নির্ধারণ।

বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ), পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, বীজ অধ্যাদেশ অনুযায়ী মৌল বীজ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদনের বিধান রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান চাহিদানুযায়ী ভিত্তি বীজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌল বীজ সরবারহ করতে না পারায় বিএডিসি দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে আউশ, আমন, বোরো, গম ও ভুট্টা বীজের অল্প পরিমাণ মৌল বীজ সংগ্রহ করে মৌল থেকে ভিত্তি (ষ্টেজ-১) এবং ভিত্তি (ষ্টেজ-২) শ্রেণীর বীজ উৎপাদন করে আসছে। এযাবৎ মৌল বীজের মূল্য ছিল কেজি প্রতি ২৫ টাকা। ফলে বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বাজেটে মৌল বীজ ক্রয় বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ বাজেট ধরে দীর্ঘ দিন যাবৎ কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। এতে ভিত্তি বীজের উৎপাদন খরচ কম থাকে। গত ৮-০২-২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সীড প্রমোশন কমিটির ৩৫তম সভার সিদ্ধান্ত মতে বিএডিসি মৌল বীজ থেকে সরাসরি ভিত্তি বীজ উৎপাদন করবে। ফলে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ মৌল বীজের প্রয়োজন হবে। ইতিমধ্যে ব্রি প্রতি কেজি মৌল ধান বীজের মূল্য ২৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করেছে। চলতি বৎসর শুধু আমন মৌল বীজের প্রয়োজন হবে ২০ মেঃ টন। উক্ত বীজের মূল্য হবে ২০ লক্ষ টাকা। এত বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান বিএডিসির বীজ উৎপাদন খামার বিভাগের বাজেটে নেই। এর ফলে ভিত্তি বীজের উৎপাদন খরচ বাড়বে। তাছাড়া এর ফলে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্থ হবে বিধায় বিএডিসির মহা-ব্যবস্থাপক (বীজ) বিষয়টি এনএসবি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেছেন।

আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, উচ্চ মূল্যে বিপুল পরিমাণ মৌল বীজ ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিএডিসি'র খামার বিভাগের পিপি'তে সংস্থান নেই। তিনি মৌল বীজের মূল্য কমানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

ডিজি, ব্রি বলেন যে, ব্রিডার বীজের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রাইভেট সেক্টরেও মৌল বীজ প্রতি কেজি ১০০ টাকা হারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরের জন্য মৌল বীজের মূল্য ভিন্ন হলে জটিলতার সৃষ্টি হবে। তাই তিনি মৌল বীজের বর্তমান মূল্য বহাল রাখার প্রস্তাব করেন। তাই তিনি মৌল বীজের বর্তমান মূল্য বহাল রাখার প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মৌল বীজের মূল্য প্রতি কেজি ১০০/- টাকা বহাল থাকবে।

আলোচ্যসূচী-৭ঃ এসসিএ'র পরিচালক দেশের ২৫টি স্থানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী'র ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে ঘোষণা প্রসংগে উল্লেখ করেছেন যে, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীতে ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠকরণের নিমিত্তে বীজ শিল্প উন্নয়নের আর্থিক সহায়তায় ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় বীজ পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি সংশ্লিষ্ট মিনি বীজ পরীক্ষাগারসমূহে সরবরাহ করা হয়েছে। বীজ অধ্যাদেশ ১৯৭৭, বীজ (সংশোধিত) আইন ১৯৯৭ ও ২০০৫ এর ৪নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিম্নে উল্লেখিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারী বীজ পরীক্ষাগার হিসাবে ঘোষণা প্রদান করা প্রয়োজন।

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীর কার্যালয়সমূহের নাম ও ঠিকানা ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম ও ঠিকানা
১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, সেচ ভবন চত্ত্বর, ২২ শেরেবাংলানগর, ঢাকা
২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, চাড়ালজানি, মধুপুর
৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ৩০ বাঘমারা রোড, ময়মনসিংহ
৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, উত্তর কাচারীপাড়া, জামালপুর
৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, শ্রীপুর, রাজবাড়ী
৬.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মেড্ডা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৭.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মাধবপুর, ইটাখোলা, হবিগঞ্জ
৮.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, মহিপাল, ফেণী
৯.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, খুলশী, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম
১০.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, সদর থানা কক্সবাজার
১১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, নিউটাউন, যশোর
১২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, প্রদর্শনী মাঠ, হাসপাতাল রোড মজমপুর, কুষ্টিয়া
১৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ঝিনাইদহ
১৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, কলেজ রোড, মেহেরপুর
১৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, জীবননগর
১৬.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, কলেজ রোড, চুয়াডাঙ্গা
১৭.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, আরশেদ আলী সড়ক, বাংলা বাজার, বরিশাল
১৮.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, শেউজগাড়ী, বগুড়া-১
১৯.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়া, রংপুর
২০.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, ডাকবাংলা রোড, নীলফামারী
২১.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, জেল রোড, দিনাজপুর-১
২২.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও
২৩.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, হুজুরাপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ
২৪.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, লক্ষীপুর প্যারামেডিকেল রোড, রাজশাহী
২৫.	বহিরাংগন অফিসার এর কার্যালয়, টেবুনিয়া, পাবনা

উল্লেখ্য যে, ডিএই কর্তৃক চাষী পর্যায়ের উৎপাদিত বীজসহ এনজিও ও প্রাইভেট সেক্টর কর্তৃক উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের বীজ অতি অল্প সময়ে পরীক্ষার মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে ফলাফল প্রদানপূর্বক উল্লেখিত মিনি ল্যাবরেটরীসমূহ দেশে দ্রুত বীজ শিল্প উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায় ।

আলোচনা ঃ পরিচালক, এসসিএ জানান যে, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ শিল্প উন্নয়ন (এসআইডি)/ডানিডা প্রকল্পের অর্থায়নের মাধ্যমে ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা হওয়ায় মাঠ পর্যায়ে গুনগত মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ বৃদ্ধি

পাবে। তিনি এসসিএ'র পক্ষ হতে কর্মকর্তার স্বল্পতার কারণে ল্যাবরেটরীগুলোর সংশ্লিষ্ট বহিরাংগন অফিসারকে একই সাথে সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের দায়িত্ব দেয়ার প্রস্তাব করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ সভায় সাময়িকভাবে প্রস্তাবিত ২৫টি মিনি ল্যাবরেটরীকে সরকারি বীজ গবেষণাগার হিসেবে অনুমোদন দেয়া হলো। এসকল ল্যাবরেটরীতে আপাততঃ সীড এনালিস্ট ও সীড ইন্সপেক্টরের কার্যাদি সংশ্লিষ্ট বহিরাগণ অফিসার সম্পন্ন করবে। প্রতি নমুনার বীজ মিনি ল্যাবরেটরীতে ১০/- (দশ) টাকার বিনিময়ে পরীক্ষা করা যাবে (বাস্তবায়নে ঃ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় ও এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-৮ ঃ হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির সময়সীমা পাঁচ বছর হতে বর্ধিত করে দশ বছর করা।

সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ পত্র দ্বারা অবহিত করেন যে, সুপ্রীম সীড কোম্পানী লিঃ হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হীরা) চীন থেকে আমদানি করে থাকে। কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী একটি হাইব্রিড ধান আমদানির মেয়াদ ৫ বছর এবং হাইব্রিড ধান ৯৯-৫ (হীরা) এর সময়সীমা এ বছর শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু চাষীদের মধ্যে এ জাতটির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও আগামী বছর (২০০৬-০৭) থেকে এজাতটি আর আমদানি করা যাবে না। স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন চাহিদা বৃদ্ধি এবং আমদানী বিষয় বিবেচনা করে ৯৯-৫ সহ সকল প্রকার অনুমোদিত হাইব্রিড ধান বীজ আমদানির সময়সীমা ৫ বছর হতে বর্ধিত করে ১০ বছর করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইতিপূর্বে এ বিষয়ে হাইব্রিড রাইস গ্রুপ এর আবেদন নথিতে উপস্থাপন করা হলে গত ২৬/১২/২০০৪ তারিখে মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে আমদানীর অনুমোদন ৫ বছরের অধিক বিবেচনা করা ন্যায়সংগত নয় বলে অভিমত পোষন করেন। এ বিষয়ে গত ০১/০১/২০০৫ তারিখে পত্রদাতা হাইব্রিড রাইস গ্রুপকে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়া হয়।

এছাড়া স্থানীয়ভাবে হাইব্রিড ধান জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধনের জন্য কারিগরী কমিটি ও হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটি সহ জাতীয় বীজ বোর্ডের অধীনে দুটি কমিটি রয়েছে। যারা হাইব্রিড ফসলের বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকেন।

আলোচনা ঃ প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধিগণ জানান যে, অনুমোদিত জাত জনপ্রিয় করতে তাদের ৫ বছরের অধিক সময় চলে যায়। তাই তারা বীজ আমাদানীর মেয়াদ ৫ বছর হতে ১০ বছর করার প্রস্তাব করেন।

ডিজি, ব্রি বলেন যে, হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে আমদানীর অনুমোদন ৫ বছরের অধিক বিবেচনা করা হলে সংশ্লিষ্ট বীজ প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদনে উদ্যোগী হবে না।

মহাপরিচালক, বীজ উইং, বলেন যে, ঢালাও ভাবে সকল বীজ আমদানীকারদেরে জন্য বীজ আমদানীর মেয়াদ বৃদ্ধি করা সমীচীন হবেনা। যারা স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন করবে শুধু তাদেরকেই হাইব্রিড ধান বীজ বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বর্ধিত সময়ে বীজ আমদানীর সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি বলেন যে, বীজ কোম্পানীর কারিগরী জনবল ও টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিস বিবেচনা করে ৫ বছরের পরে সর্বোচ্চ ৮ বছর পর্যন্ত হাইব্রিড ধান বীজ আমদানীর অনুমুতি দেয়া যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ যে সকল বীজ প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল ফ্যাসিলিটিস অর্থাৎ কারিগরী জনবল থাকবে এবং যে সকল বীজ প্রতিষ্ঠান আমদানীতব্য নির্দিষ্ট জাতের হাইব্রিড ধান বীজ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করবে, কেবল সেসকল জাতের এফ-১ বীজ, হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ণ ও বিদেশ হতে বীজ আমদানীর পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বিদেশ হতে সর্বোচ্চ ৮ (আট) বছর পর্যন্ত বীজ আমদানীর অনুমতি দেয়া যায়।

আলোচন্যসূচি-৯ ঃ কারিগরী কমিটির ৫৩তম (বিশেষ) সভায় হাইব্রিড ধান জাত ট্রায়ালের ফলাফল পর্যালোচনার মাধ্যমে "হাইব্রিড জাত মূল্যায়ণ ও নিবন্ধন পদ্ধতি" অনুসরণপূর্বক ট্রায়ালকৃত ৪৫টি জাতের মধ্য হতে নিম্নবর্ণিত ১০টি বীজ প্রতিষ্ঠানের ১৮টি জাতকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

হাইব্রিড জাতের ট্রায়াল স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান/ কোম্পানীর নাম	প্রতিষ্ঠান/কোম্পানী কর্তৃক প্রস্তাবিত জাত	সংশ্লিষ্ট জাতের ১ম ও ২য় বছরের কোড নং	যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনের সুপারিশকৃত	অঞ্চল সংখ্যা	মন্তব্য
ন্যাশনাল সীড কোং লিঃ	TAJ-1 (GRA-2)	এইচ-১০৮ ও এইচ-১৩৭	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রংপুর	৩ (তিন) টি	
	TAJ-1 (GRA-3)	এইচ-০৮৮ ও এইচ-১৩২	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা	২ (দুই) টি	
মল্লিকা সীড কোম্পানী	HTM-4 (সোনার বাংলা-৬)	এইচ-০৮৯ ও এইচ-১২৫	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৪ (চার) টি	
নর্থ সাউথ সীড লিঃ	HTM-606	এইচ-০৯০ ও এইচ-১২৪	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
	HTM-707	এইচ-১০৭ ও এইচ-১৪১	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
সী ট্রেড ফার্টিলাইজার লিঃ	LP-108	এইচ-০৯১ ও এইচ-১২১	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৩(তিন) টি	
সিনজেন্টা বাংলাদেশ লিঃ	LU You-3 (Surma-2)	এইচ-০৯২ ও এইচ-১৩৯	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা যশোর ও রাজশাহী	৪(চার) টি	
	LU You-2 (Surma-1)	এইচ-০৯৮ ও এইচ-১৩৬	ঢাকা, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	৩(তিন) টি	
তিনপাতা কোয়ালিটি সীড বাংলাদেশ লিঃ	TINPATA-10	এইচ-০৯৪ ও এইচ-১২৮	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৩(তিন) টি	
	TINPATA-40	এইচ-০৯৫ ও এইচ-১২২	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী	৫(পাঁচ) টি	
	TINPATA SUPER	এইচ-১১২ ও এইচ-১৫৩	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
ইস্ট ওয়েষ্ট সীড বাংলাদেশ লিঃ	HTM-202	এইচ-০৯৬ ও এইচ-১৩০	ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা	২(দুই) টি	
	HTM-303	এইচ-১১১ ও এইচ-১৩১	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও রাজশাহী	৪(চার) টি	
আফতাব বহুমুখী ফার্ম লিঃ	LP-70	এইচ-০৯৭ ও এইচ-১৩৫	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
এসিআই লিঃ	ACI-1	এইচ-১০১ ও এইচ-১২৭	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
	ACI-2	এইচ-১০৩ ও এইচ-১২৩	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রাজশাহী	৪ (চার) টি	
ব্র্যাক	BW001 (Jagoron-3)	এইচ-১০২ ও এইচ-১৪২	ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও যশোর	৩ (তিন)টি	
	BW001 (Jagoron-2)	এইচ-১০৬ ও এইচ-১২৯	ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, যশোর ও রংপুর	৫ (পাঁচ) টি	

বিঃ দ্রঃ BWOO1 (Jagoron-3) জাতটি ব্র্যাক কর্তৃক দেশে উদ্ভাবিত বিধায় নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সাময়িক কথাটি প্রযোজ্য হবে না ।

নিবন্ধনের জন্য প্রযোজ্য শর্ত ঃ

শর্ত-১ ঃ এক বছরের আমদানীকৃত বীজ পরবর্তী বছরে এসসিএ'র পরীক্ষার পর বিক্রি করা যাবে। প্যাকেটের গায়ে বীজ উৎপাদনের বছর ও প্যাকিং এর তারিখ উল্লেখ করতে হবে। যে অঞ্চলের জন্য নিবন্ধন দেয়া হবে শুধুমাত্র সে অঞ্চলেই বীজ বিক্রি করতে হবে এবং প্যাকেটের গায়ে কোন অঞ্চলের জন্য নিবন্ধনকৃত তা লিখতে হবে।

শর্ত-২ ঃ যে নামে হাইব্রিড জাত নিবন্ধন করা হবে শুধু সে নামেই (প্যাকেটের গায়ে উল্লেখ পূর্বক) বাজারজাত করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ক্রমেই অন্য কোন বিকল্প নাম সংযোজন/পরিবর্তন করা যাবে না।

শর্ত-৩ ঃ বীজের গুনাগুন পরীক্ষার নিমিত্তে Supplying কোম্পানীর সাথে আমদানীকারক হাইব্রিড কোম্পানীর সম্পাদিত MOU ও Port arrival report বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীকে দিতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ উপরোক্ত ১০টি বীজ প্রতিষ্ঠানের ১৮টি জাতকে অঞ্চল ভিত্তিক সাময়িকভাবে শর্ত সাপেক্ষে নিবন্ধন করা হলো। সাথে সাথে স্থানীয়ভাবে বীজ উৎপাদন ও Supplying কোম্পানীর নাম প্যাকেটের গায়ে লেখাসহ আমদানীর অন্যান্য শর্ত অপরিবর্তিত থাকবে (বাস্তবায়নে ঃ এসসিএ)।

আলোচ্যসূচী-১০ ঃ কারিগরী কমিটির ৫৩তম (বিশেষ) সভায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৬ হিসেবে ছাড়করণের সুপারিশ করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত হল্যাণ্ডের ফেলসিনা জাতটি প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলু গবেষণা কেন্দ্রের বর্ণনা মতে, জাতটির শর্করা পরিমাণ বেশি থাকায় এবং ভাল ফলন দেওয়ায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশের Flakes Indusstry তে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এটিকে নির্বাচন করা হয়েছে।

উক্ত জাতটি ২০০৫-২০০৬ মৌসুমে দেশের ৪টি অঞ্চলের (ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর ও রাজশাহী) ৫টি স্থানে মাঠ মূল্যায়ণের উদ্দেশ্যে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৫টি স্থানের মধ্যে ৪টি স্থানে (ময়মনসিংহ ব্যতীত) জাতটিকে চেক জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ফলন বেশি পাওয়ায় মাঠ মূল্যায়ণ দল জাতটি ছাড়করণের নিমিত্তে জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটিতে সুপারিশ করেছেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক জার্মপ্লাজম থেকে যাচাইকৃত ফেলসিনা জাতটিকে বারি আলু-২৬ হিসেবে ময়মনসিংহ অঞ্চল ব্যতীত সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ছাড়করণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১১ ঃ সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েল অনুমোদন করা।

বীজের গুনগুত মান বৃদ্ধি ও বীজ রপ্তানির জন্য বীজ মানের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বীজ ল্যাবরেটরীগুলোর International Seed Testing Association (ISTA) এর Accriditation প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে এ বিষয়ে বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এক্সপার্টগণ বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়াল এর খসড়া তৈরি করেছেন। প্রণীত ম্যানুয়েলটি ব্যবহারের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন।

আলোচনা ঃ ডিজি, বীজ উইং এর উদ্যোগে প্রণীত সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি মাঠ পর্যায়ে বীজ মান নিয়ন্ত্রনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে উল্লেখ করেন। তাই তিনি বীজ উইংকে এ প্রসংশনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিএআরসি, নির্বাহী চেয়ারম্যান বলেন যে, সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি দেশের বীজ ল্যাবরেটরীগুলোর ISTA এর Accriditation পাওয়ার জন্য মাইলফলক হিসেবে অবদান রাখবে।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ বাহাদুর মিয়া সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলকে রঙিন ছবি সম্বলিত করে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য অনুরোধ করেন। এতে ব্যবহারকারীরা অধিক উপকৃত হবেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে অনুমোদন করা হলো।

খ) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলের বিষয়বস্তু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ক্ষেত্রে কোন মতামত থাকলে তা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে বীজ উইংকে অবহিত করতে হবে।

গ) সীড কোয়ালিটি কন্ট্রোল ম্যানুয়েলটি রঙ্গীন ছবি সম্বলিত করে ছাপার ব্যবস্থা করা হবে।

আলোচ্যসূচী-১২ ঃ বিবিধ

ক) ২০০৬-২০০৭ সালে আলুবীজ আমদানী পরিমাণ নির্ধারণ।

আলোচনা ঃ চেয়ারম্যান, বিএডিসি বলেন যে, বীজ আলুর মান বজায় রাখার জন্য আমদানীর ক্ষেত্রে ভিত্তি ও প্রত্যায়িত বীজের অনুপাত গত বছরের ন্যায় (যথাক্রমে ৬০% ও ৪০%) রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

টিসিআরসি, বারি'র প্রতিনিধি জানান যে, ভিত্তি বীজ আলু আমদানী করা না হলে বীজ আলুর মান বজায় রাখা যাবে না।

প্রাইভেট সেক্টরের প্রতিনিধি জানান যে, ভিত্তি বীজ আলুর মূল্য বেশি হওয়ায় কৃষক উহা ব্যবহারে আগ্রহী হয় না। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভিত্তি/প্রত্যায়িত বীজ আমদানীতে অনুপাতের শর্ত বিদ্যমান থাকলে প্রকৃত আমদানী কম হয়ে থাকে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিদেশ হতে ২০০৬-২০০৭ সালে ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, রাজা, বারাকা, পেট্রোনিজ, মুলটা, গ্রানুলা, বিনজে, জায়েরলা, বিনেল্লা, প্রভেণ্টো, ডুরা, আল্ট্রা, এস্টারিক্স ও ফেলসিনা জাতের ভিত্তি-ই ক্লাস প্রত্যায়িত এ ক্লাস আলুবীজ আমদানীর পরিমাণ ২০,০০০ (বিশ হাজার) মে. টন নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। আমদানীতব্য বীজ আলুর ভিত্তি ও প্রত্যায়িত মানের আমদানীর অনুপাত হবে যথাক্রমে ২৫% ও ৭৫%।

খ) বাংলাদেশের উদ্ভিদজাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া অনুমোদন করা।

আলোচনা ঃ ডিজি, বীজ উইং সভাকে অবহিত করেন যে, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বীজ শিল্প উন্নয়ন (এস আই ডি/ডানিডা প্রকল্পের অর্থায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান এবং তার বিজ্ঞানীদল বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ছাড়কৃত ১৫৭ টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া সম্পাদন করেন। ইহা বাংলাদেশের উদ্ভিদ জাত সংরক্ষণে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দলিল হিসেবে কাজ করবে।

ডিজি, বিনা বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ১৫৭টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্ট তৈরির মত দূরূহ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান ও তার দলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি নতুন জাত ছাড়করণের শর্ত হিসেবে জাতের জেনিটিক ফিনগার প্রিন্টের অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ করেন।

নির্বাহী চেয়ারম্যান বিএআরসি বলেন, উদ্ভিদ জাতের জেনিটিক ফিঙ্গার প্রিন্টের কাজ বাংলাদেশে এটাই প্রথম। জাত সংরক্ষণের এই উদ্যোগ গ্রহণর জন্য তিনি বীজ শিল্প উন্নয়ন (এসআইডি)/ডানিডা প্রকল্পের প্রসংশা করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশের ২০টি ফসলের ১৫৭টি জাতের ফিঙ্গার প্রিন্টের খসড়া পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্তে অনুমোদন করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত–
তাং– ০৮/০৮/০৬
(কাজী আবুল কাশেম)
সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়।

পরিশিষ্ট–ক

০৩-০৮-০৬ তারিখ সকাল ১০.০০ ঘটিকার সময় জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬০তম সভায় উপস্থিত কর্মকর্তা/ প্রতিনিধিগণের তালিকা ঃ

ক্রমঃ	কর্মকর্তার নাম	পদবী ও সংস্থার নাম	স্বাক্ষর
১.	ড. মোঃ নূরুল ইসলাম	নির্বাহী চেয়ারম্যান, ব্র্যাক	অস্পষ্ট
২.	মোঃ মোখলেছুর রহমান	চেয়ারম্যান, বিএডিসি	”
৩.	মোঃ ইব্রাহিম খলিল	মহা-পরিচালক, ডিএই	”
৪.	মোঃ শামছুল আলম	নির্বাহী পরিচালক, সিডিবি	”
৫.	ড. এম. এ হামিদ	ডিজি, বিনা	”
৬.	ডঃ মোঃ আব্দুল মান্নান	মহা-পরিচালক, বিএসআরআই	”
৭.	মোঃ তালেব আলী শেখ	পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী	”
৮.	আব্দুর রহিম হাওলাদার	উপ-পরিচালক (ভিটি), এসসিএ	”
৯.	দেওয়ান নেছার আহমেদ	পিএফসিও, এসসিএ	”
১০.	ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান খান	পিএসও এবং বিভাগীয় প্রধান, বীজ প্রযুক্তি, বিএআরআই	”
১১.	মোঃ মাহবুবুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক, বীজ, ডিএই	”
১২.	মোঃ আব্দুল আউয়াল	উপ-পরিচালক, কোয়েরান্টাইন, উদ্ভিদ সংরক্ষণ	”
১৩.	মোঃ আব্দুর রশিদ	সদস্য, পরিচালক (বীজ), বিএডিসি	”
১৪.	কৃষিবিদ শংকর গোসামী	এসিআই	”
১৫.	মোঃ মাসুম	সুপ্রীম সীড কোং	”
১৬.	ডঃ ফিরোজ শাহ সিকদার	মহা-পরিচালক, বিজেআরআই	”
১৭.	মোঃ মনিরুল হক	পরিচালক, এসআরডিআই	”
১৮.	আনোয়ারুল হক	এসএফবি	”
১৯.	এফ আর মালিক	বিএমজিডিএমএ	”
২০.	সেখ আলতাফ হোসেন	সিটি বীজ ভান্ডার	”
২১.	ডঃ মেঃ হারুন অর রশীদ	প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কন্দাল ফসল, বারি	”
২২.	ড. সাবু এনামদার হোসেন	পরিচালক (কন্দাল), বারী, গাজীপুর	”
২৩.	ডঃ মহিউল হক	ডিজি, ব্রি, গাজীপুর	”
২৪.	দিলরুবা	যগ্ম সচিব, অর্থ বিভাগ	”
২৫.	প্রফেসর ড. এম বাহাদুর মিঞা	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	”
২৬	নেসার উদ্দিন আহমেদ	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, কৃষি মন্ত্রণালয়	”